ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ

প্রশ্ন ১ । রাহা, রুমা ও বেলী সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়েছে। সৈকতে কিছু ছেলে বল খেলছে। রাহার দৃষ্টি বলের দিকে। কিন্তু সাইরেনের শব্দে সে সমুদ্রে জাহাজের দিকে তাকাল । অন্যদিকে, রুমাকে সমুদ্রতীরের ঝাউগাছ, বিভিন্ন রঙের ফেস্টুন ও হাতি বিমোহিত করছে। কিন্তু বেলী সৈকতের দোকানগুলো দেখছে। কারণ তার জামা ও পুঁতির মালা কিনতে হবে।

ক. সংবেদন কী?

খ. প্রত্যক্ষণ কীভাবে সংগঠিত হয়?

গ. রাহার মধ্যে মনোযোগের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? বর্ণনা করো ।

ঘ. রুমা ও বেলীর মনোযোগের শর্তের ভিন্নতার তুলনামূলক আলোচনা করো।

[রা. বো., চ.বো., সি. বো., ব. বো, 2019/

MEHEDI HASAN

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সংবেদন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ইন্দ্রিয় যন্ত্র, যেমন- চক্ষু ও কর্ণ পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ।

খ এলোমেলো উদ্দীপনাকে সংঘবদ্ধরূপে বা সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যক্ষণ করাকে প্রত্যক্ষণের সংগঠন বলে।

সংগঠন হলো প্রত্যক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমরা যা প্রত্যক্ষণ করি তা প্রকৃত বস্তু থেকে যে উদ্দীপকে লাভ করে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন বস্তু থেকে যে উদ্দীপনা লাভ করি তা এলোমেলো উদ্দীপনাকে সমন্বয়সাধন ও একত্রীকরণ করার পর এর একটি প্যাটার্ন দাঁড় করানো হয়। ফলে বস্তুটিকে আমরা অর্থপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষণ করি। এভাবে প্রত্যক্ষণের সংগঠন হয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপকে রাহার মধ্যে মনোযোগের নির্বাচন ধর্মীতা, পরিবর্তনশীলতা এবং প্রান্ত ও কেন্দ্র বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠেছে।

আমাদের মনোযোগ সর্বদাই নির্বাচন ধর্মী। একই সময়ে একই স্থানে একাধিক জিনিস থাকলেও যে জিনিসটি বেশি আকর্ষণীয় তাকেই আমরা নির্বাচন করে থাকি। যেমন- ঝলমলে সুসজ্জিত কোনো মঞ্চে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপবিষ্ট আছেন; কিন্তু যখন প্রধান নেতা আসেন এবং বক্তব্য রাখেন তখন সবকিছু বাদ দিয়ে আমরা তার বক্তব্য শুনে থাকি। একসাথে বহুসংখ্যক উদ্দীপক আমাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ে আঘাত করে । তখন যে বস্তুটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেটি কেন্দ্রে থাকে আর বাকি সকল উদ্দীপকের অবস্থান থাকে আমাদের মনোযোগের প্রান্তে ।

দৃশ্যমান উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে দেখতে পাই, রাহা সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করে কিছু ছেলে বল খেলছে। রাহার দৃষ্টি বলের দিকে সেক্ষেত্রে রাহার মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা ফুটে উঠেছে তা বলা যায়, কেননা, খেলা চলাকালীন বল খুব দ্রুত একজনের পা থেকে অন্যজনের পায়ে চলে যায়। বল যখন যার পায়ে থাকে তার প্রতি আমরা মনোযোগ দেই। বলের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের মনোযোগও পরিবর্তিত হয়। উদ্দীপকের রাহার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমুদ্রতীরে অনেক ঘটনার মধ্যে সে খেলা দেখাকে পছন্দ করে। এটা হলো তার নির্বাচনধর্মীতা। খেলা দেখার সময়ে শুধু বলের সাথে তার চোখ থাকে এবং অন্যান্য খেলোয়াড় ও দর্শক থাকে মনোযোগ থেকে দূরে । একে বলে মনোযোগের কেন্দ্র ও প্রান্ত। রাহার ক্ষেত্রে মনোযোগের নির্বাচনধর্মীতার কেন্দ্র ও প্রান্ত এবং পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বল খেলা দেখার সময়ে সাইরেনের শব্দে সমুদ্রের জাহাজের দিকে লক্ষ্য করা রাহার মনোযোগ পরিবর্তনের অন্যতম উদাহরণ।

MEHEDI HASAN

ঘ রুমার মধ্যে আকার, নতুনত্ব, রঙিন বস্তু এবং বেলীর মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণার মতো মনোযোগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্তাবলি বিদ্যমান রয়েছে। নতুনত্ব তথা যে কোনো নতুন পরিবেশ আমাদের মনোযোগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আবার কোনো বস্তু বা প্রাণীর আকারও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন— একদল গরুর মাঝে একটি বিশাল আকৃতির হাতি থাকলে তা সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এছাড়া রঙিন বস্তুর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের তীব্র ক্ষমতা রয়েছে। এজন্য রাস্তার ট্রাফিক সিগনালের লালবাতি অনেকদূর থেকে দেখা যায়। উদ্দীপকের রুমাকে সমুদ্র তীরের ঝাউগাছ, বিভিন্ন রঙের ফেস্টুন ও

হাতি বিমোহিত করেছে। এখানে ঝাউগাছ পরিবেশের নতুনত্ব সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রঙের ফেস্টুন রঙিন বস্তু হিসেবে এবং বিশাল আকৃতির হাতি তার আকারের মাধ্যমে রুমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

উদ্দীপকের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, বেলী সমুদ্র সৈকতের দোকানগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কারণ তার জামা ও পুঁতিরমালা কিনতে হবে। এক্ষেত্রে বেলীর আগ্রহ ও প্রেষণা তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কেননা, যার যে বিষয়ে আগ্রহ তার মনোযোগ সেই বিষয়েই বেশি। এজন্য দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রীড়াপ্রেমী ব্যক্তি খেলার খবর দেখেন, আর ব্যবসায়ী দেখেন দ্রব্যের বাজার দর। আবার, যার তৃষ্ণা পায় সে তৃষ্ণা মেটাবার পানি খুঁজে, খাবার নয়। একইভাবে বেলীর ইচ্ছা ছিল সমুদ্র পাড়ে দোকান থেকে জামা এবং পুঁথি কেনার। এজন্য সে আগ্রহ সহকারে দোকানগুলো দেখছে। বেলীর ক্ষেত্রে মনোযোগের আগ্রহ ও প্রেষণা শর্ত কাজ করছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের রুমা ও বেলীর মনোযোগের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শর্ত কাজ করেছে।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ১ । নিজাম সাহেব মটরবাইকে চড়ে অফিসে যান। একদিন তার ছেলে শিপন দোতলার বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে কখন বাবা রাড়ি ফিরবে। রাস্তায় যে কোনো গাড়ির শব্দ হলেই সে ভাবে বাবা আসছে। অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর হঠাৎ শিপন দেখলো পশ্চিম আকাশে বড় লাল সূর্য মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর ক্লান্তি আসলে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে বাবার ডাক শুনে জেগে উঠে। দেখলো বাবা এখনও বাসায় ফেরে নাই ।

ক. প্রত্যক্ষণ কী?

খ. মনোযোগ নির্বাচনধর্মী কেন?

গ. "শিপন দাঁড়িয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করছে" প্রত্যক্ষণ সংগঠনের কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো ।

ঘ. শিপনের সূর্য প্রত্যক্ষণ ও বাবার ডাক শোনাকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? যুক্তি দেখাও।

[রা. বো., কু. বো, চ. বো, ব. বো. ২০১৮/

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে মানুষ বা প্রাণী যে অর্থপূর্ণ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে প্রত্যক্ষণ বলে ।

খ মনোযোগ নির্বাচনধর্মী, কারণ মানুষ যা পর্যবেক্ষণ করতে চায় তা নির্বাচন করার প্রক্রিয়াই হলো মনেযোগ ।

উদ্দীপক নির্বাচন মনোযোগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি বিষয় নির্বাচন করা ও অপরগুলো বর্জন করা বা চেতনার ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করাই হলো মনোযোগের ধর্ম। যেমন- ছাত্র যখন পাঠ্য বিষয়ের ওপর মনোযোগ দেয় বা চেতনাকে নিবদ্ধ করে, তখন সে অন্যান্য বিষয়কে (গাড়ির শব্দ, পাখির ডাক, নানা রকম শব্দ) চেতনার ক্ষেত্র থেকে বর্জন করে। অর্থাৎ কোনো একটি একক বিষয়ে চেতনাকে নিবন্ধ করার জন্যই মনোযোগ নির্বাচনধর্মী হয়।

MEHEDI HASAN

গ উদ্দীপকে "শিপন দাঁড়িয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করছে"– প্রত্যক্ষণ সংগঠনের ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্তের চাহিদার সাথে সম্পর্কিত।

প্রত্যক্ষণ সংগঠন বা সুবিন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিনিষ্ঠ বা জৈবিক উপাদান হিসেবে চাহিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কোনো উদ্দীপক বা বস্তুসমূহকে প্রত্যক্ষণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অভাব বা প্রয়োজনবোধ থেকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে চাহিদা বলে ।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, নিজাম সাহেব মোটরবাইকে চড়ে অফিসে যান। একদিন তার ছেলে শিপন দোতলার বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে কখন বাবা বাড়ি ফিরবে। রাস্তায় যে কোনো গাড়ির শব্দ হলেই সে ভাবে বাবা আসছে। পিতার প্রতি মানসিক অভাববোধ থেকেই সে বাবার বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুতরাং শিপনের পিতার প্রতি মানসিক অভাববোধকে চাহিদা বলা যায় যা প্রত্যক্ষণের ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্তের সাথে সম্পর্কিত ।

ঘ উদ্দীপকে শিপনের সূর্য প্রত্যক্ষণকে অধ্যাস ও বাবার ডাক শোনাকে অলীক প্রত্যক্ষণ হিসেবে ব্যাখা করা যায় ।

উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রাথমিক চেতনা হলো সংবেদন । আর সংবেদনের যথার্থ ব্যাখ্যাই হলো প্রত্যক্ষণ। কিন্তু সংবেদনের ব্যাখ্যা যখন যথার্থ না হয়ে ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ হয় তখন তাকে অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে । উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয় থেকে দেখা যায়, অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর হঠাৎ শিপন দেখল পশ্চিম আকাশে বড় লাল সূর্য মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। এখানে শিপনের প্রত্যক্ষণ হচ্ছে সূর্য অধ্যাস। সূর্য অধ্যাসের কারণেই সে ভ্রান্তভাবে প্রত্যক্ষণ করছে যে বড় লাল সূর্য মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে কোনো উদ্দীপক নেই অথচ তাকে প্রত্যক্ষণ করা হয়— এরূপ প্রত্যক্ষণই অলীক প্রত্যক্ষণ বা অলীক বীক্ষণ ৷ অর্থাৎ অবাস্তব উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণই হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ, আবছা অন্ধকারে একজন দেখতে পেল সাদা কাপড় পরিহিত এক মহিলা তাকে ডাকছে। অথচ বাস্তবে সেখানে কোনো মহিলার অস্তিত্ব নেই।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, শিপন ঘুমের মধ্যে বাবার ডাক শুনে জেগে উঠে দেখল বাবা এখনো বাসায় ফেরেনি। এখানে তার বাবার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিলনা কিন্তু সে বাবার ডাক শুনেছিল। এরকম উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণই হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ ।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ৩ । **দৃশ্যকল্প-১:** দীপু ও রনি দুই বন্ধু। তারা বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলছিল। হঠাৎ দীপু চিৎকার করে উঠল। সে পায়ে তীব্র ব্যথা পেয়েছে? কিন্তু কিসে ব্যথা পেয়েছে তা বুঝতে পারল না। পরে দেখল একটা ভাঙা কাচ তার পায়ে আটকে আছে এবং পা দিয়ে রক্ত ঝরছে।

দৃশ্যকল্প-২: করিম মামার সাথে কুয়াকাটায় বেড়াতে গেল । সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণের সময় হঠাৎ একটা দড়ি দেখে সে ভয়ে সাপ বলে চিৎকার করল ।

ক. মনোযোগ কী?

খ. অলীক বীক্ষণ কাদের ক্ষেত্রে ঘটে? ব্যাখ্যা করো।

গ. দৃশ্যকল্প-২ এ করিমের প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি এবং এর শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ দীপুর হঠাৎ চিৎকার করা এবং পরবর্তীতে ভাঙা কাচ শনাক্ত করার বিষয় দুটি ভিন্ন ঘটনা হলেও একসূত্রে গাঁথা— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ঢা বো., দি. বো, সি. বো., য. বো, 2018

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়োজিত করার নামই হলো মনোযোগ ।

খ অলীক বীক্ষণ বিকৃত মস্তিষ্ক ও অস্বাভাবিক মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অলীক বীক্ষণ হলো এমন প্রত্যক্ষণীয় অভিজ্ঞতা যা একই সংবেদীয় পরিস্থিতিতে অন্যরা যেভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- আবছা অন্ধকারে একজন দেখতে পেল সাদা কাপড় পরিহিত এক মহিলা তাকে ইশারায় ডাকছে। অথচ বাস্তবে সেখানে কোনো মহিলার অস্তিত্ব নেই।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ করিমের প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ প্রকৃতির। বিভিন্ন ধরনের অধ্যাস রয়েছে। যেমন- জ্যামিতিক ে অধ্যাস, গতি অধ্যাস, চান্দ্র অধ্যাস, প্রাকৃতিক অধ্যাস এবং মনস্তাত্ত্বিক ত অধ্যাস ইত্যাদি।

MEHEDI HASAN

জ্যামিতিক রেখা, কোণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাপ সম্পর্কে নানা ধরনের স চাক্ষুষ ভ্রান্তি দেখা যায়। এ ধরনের ভ্রান্তিকে জ্যামিতিক অধ্যাস বলে । আবার গতি অধ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা স্থির বস্তুকে গতিশীল বলে প্রত্যক্ষণ করে থাকি। ফাই-ঘটনা গতি অধ্যাসের উদাহরণ। আবার অনেক সময় দিগন্তের চাঁদকে মধ্য আকাশের চাঁদের চেয়ে বড় দেখায়। অবস্থানের জন্য একই চাঁদকে ছোট বা বড় দেখাচ্ছে। চান্দ্র অধ্যাসের জন্য এরকম দেখা যায়।

ব্যক্তির নিজস্ব ভীতিমূলক কোনো মানসিক প্রবণতার কারণে মৃদু আলো অথবা অন্ধকারে কোনো উদ্দীপক সম্পর্কে শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাগত বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধনে ব্যর্থ সংবেদীয় ও মানসিক প্রক্রিয়ায় একটি ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যাসম্পন্ন ধারণাকেই মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাস বলে। যেমন- অন্ধকারে রাস্তায় পড়ে থাকা কোনো মোটা দড়িকে সাপ মনে করা। অন্যদিকে প্রাকৃতিক অধ্যাসে অর্ধবালতি পরিষ্কার পানিতে একটি লাঠি স্থাপন করলে লাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। সুতরাং বলা যায়, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণে ঘটনাটির বাস্তব ভিত্তি থাকলেও আমরা একে ভুলভাবে প্রত্যক্ষণ করি

ঘ. উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ দীপুর হঠাৎ চিৎকার করা এবং পরবর্তী সময়ে ভাঙা কাচ শনাক্ত করার বিষয় দু'টি ভিন্ন ঘটনা হলেও একসূত্রে গাঁথা।

কোনো বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে প্রাথমিক চেতনাই হলো সংবেদন। আর সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা বা অর্থবোধক করা হয় তখনই তা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষণ। হেনরি এল. রডিজার ও তাঁর সহযোগীরা বলেন- 'সংবেদন বলতে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণকে বোঝায়, অপরপক্ষে প্রত্যক্ষণ ওই উদ্দীপনার ব্যাখ্যা ও অর্থবোধক বর্ণনা করে।

দৃশ্যকল্প-১ এর বর্ণনায় দেখা যায়, দীপু যখন মাঠে ফুটবল খেলছিল তখন সে পায়ে তীব্র ব্যথা পেয়ে চিৎকার করে উঠল। তীব্র ব্যথার এই অনুভূতিই হলো সংবেদন। আর পরবর্তী সময়ে সে যখন বুঝতে পারল যে একটা ভাঙা কাচ তার পায়ে আটকে আছে এবং এই কাচ পায়ে ফুটতেই সে এ ব্যথা পেয়েছে, তখনই তা প্রত্যক্ষণে পরিণত হলো। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, দৃশ্যকল্প-১ এ দীপুর হঠাৎ চিৎকার এবং পরবর্তী সময়ে ভাঙা কাচ শনাক্ত করার বিষয় দুটি ভিন্ন ঘটনা হলেও একই সূত্রে গাথা। কেননা সংবেদন ও প্রত্যক্ষণকে আলাদাভাবে নির্ণয় করা যায় না। সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সংবেদন ছাড়া প্রত্যক্ষণ কোনোভাবে সম্ভব হয় না। কারণ সংবেদনের কার্যকর ও অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই প্রত্যক্ষণ সম্পন্ন হয়।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ৪ । তমাল ও হিমেল দুই বন্ধু বিকালে ক্লাস শেষে মাঠে বসে গল্প | করছিল। এক পর্যায়ে তমাল হিমেলকে বলছে, দূরে একটি বস্তু দেখা | যাচ্ছে। তবে বুঝতে পারছে না সেটি কী? হিমেল উঠে গিয়ে সেটি হাতে নিয়ে দেখে এটি তারই বন্ধু রফিকের বই। তমাল ও হিমেল বাসায় যাওয়ার পথে রফিককে বইটি দিতে যাচ্ছে। এ সময় রাস্তায় একটি হাতি দেখে তাদের দৃষ্টি সেদিকে যায় এবং তারা সেটির

কার্যকলাপ দেখতে থাকল ।

ক. সংবেদন কী?

খ. অলীক বীক্ষণ কাদের ক্ষেত্রে ঘটে? ব্যাখ্যা করো ।

গ. উদ্দীপকে তমালের দূরের বস্তুটিকে বুঝতে না পারার ঘটনাটি পাঠ্যবই এর আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. হিমেলের বস্তুটিকে বই বলে বুঝতে পারা এবং দুই বন্ধুর রাস্তায় হাতির দিকে দৃষ্টি যাওয়ার ঘটনাটি কি একই? বিশ্লেষণ করো।

[দি. বো., ব. বো. ১৭/

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সংবেদন হলো উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ ।

খ অলীক বীক্ষণ বিকৃতি মস্তিষ্ক ও অস্বাভাবিক মানসিকতা- সম্পন্ন লোকদের ক্ষেত্রে ঘটে। অলীক প্রত্যক্ষণ বা অলীক বীক্ষণ হলো এমন প্রত্যক্ষণীয় অভিজ্ঞতা যা একই সংবেদীয় পরিস্থিতিতে অন্যরা যেভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উদাহরণস্বরূপ- আবছা অন্ধকারে একজন দেখতে পেল সাদা কাপড় পরিহিত এক মহিলা তাকে ইশারায় ডাকছে। অথচ বাস্তবে সেখানে কোনো মহিলার অস্তিত্ব নেই।

MEHEDI HASAN

গ উদ্দীপকে তমালের দূরের বস্তুটিকে বুঝতে না পারার ঘটনাটি হচ্ছে সংবেদন (Sensation) | সংবেদন হলো উদ্দীপনার চেতনা বা বোধ। উদ্দীপক হচ্ছে বাহ্যিক বিষয় বা বস্তু, যা গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের ওপর আঘাত করে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। গ্রাহক ইন্দ্রিয় থেকে উদ্দিপনা স্নায়বিক প্রবাহ আকারে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং প্রাণীকে উদ্দীপক সম্পর্কে সচেতন করে। এভাবে উদ্দীপক সম্পর্কে। সচেতন করার প্রক্রিয়াকে সংবেদন বলে। যেমন- আলোর সংবেদন, শব্দের সংবেদন ইত্যাদি ।

সংবেদন সম্পর্কে জন সি. রাচ বলেন, 'সংবেদন বলতে সংবেদীয় প্রেক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট মৌলিক অভিজ্ঞতাসমূহকে বোঝায়, যেমন- দর্শন ।

হেনরি এল. রডিজার এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন, 'সংবেদন বলতে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনার গ্রহণকে বোঝায়।'

এককথায় বলা যায়, “বহির্জগতের উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ে আঘাত করলে সৃষ্ট উদ্দীপনা মস্তিষ্কে বাহিত হলে যে সহজ চেতনার উদ্ভব হয় তাকে সংবেদন বলে।'

উদ্দীপকে, দূর থেকে দেখা বস্তুটি তমাল ও হিমেলের মধ্যে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তা হলো সংবেদন ।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বস্তুটিকে বই বলে হিমেলের বুঝতে পারা এবং দুই বন্ধুর হাতি দেখা উভয় ঘটনাই প্রত্যক্ষণ (Perception)।

পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি সম্পর্কে মানুষ বা প্রাণী যে অর্থপূর্ণ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে প্রত্যক্ষণ বলে। উত্তেজক পারিপার্শ্বিক বস্তু বা ঘটনার বার্তা মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে আসে এবং সাথে সাথে এর বিশ্লেষণ, সমন্বয়সাধন ও একীভূতকরণ শুরু হয়। মস্তিষ্কে এর বিশ্লেষণ, সমন্বয়সাধন ও একীভূতকরণের পর অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত বস্তু বা ঘটনার একটা পরিচয় পাওয়া যায় এবং তখনই সৃষ্টি হয় প্রত্যক্ষণ ।

প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে রডিজার, রাস্টন, কেপালডি এবং প্যারিস বলেন, সংবেদন বলতে পরিবেশ থেকে উদ্দীপকের গ্রহণকে বোঝায়, অন্যদিকে প্রত্যক্ষণ সেই উদ্দীপনার ব্যাখ্যা ও অর্থবোধের বর্ণনা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ- রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ এক ঝলক আলো চোখে এসে পড়ল। আলোর প্রতি প্রাথমিক এই অনুভূতি হলো সংবেদন। পরে যখন বোঝা গেল যে, সেটা মোটর গাড়ির হেড লাইটের আলো, তখন তা

প্রত্যক্ষণে পরিণত হলো ।

উদ্দীপকে বইকে বই বলে চিনতে পারা হলো প্রত্যক্ষণ। আবার, দুই বন্ধুর হাতি দেখা এবং হাতির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করারও হলো। প্রত্যক্ষণ। অর্থাৎ উদ্দীপকের উভয় ঘটনাই হলো প্রত্যক্ষণ ।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ৫ । ব্যবসায়ী জনাব আবুল হোসেন সকালে খবরের কাগজ পাওয়া মাত্র প্রথমেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শেয়ার বাজারের পাতাটি পড়েন। তারপর অন্যান্য খবর পড়েন। বোনের বিয়ে উপলক্ষে মালিহা ট্রেনে। সিলেট যাচ্ছিল। জানালার পাশে বসে সে লক্ষ করলো দূরের ঘরবাড়ি, গাছপালা সবকিছু তার সাথে চলছে। তার বান্ধবী প্রত্যাশা প্রায়ই শুনতে। | পায় তাকে কে যেন ডাকছে। একদিন সে তার বাবার দেয়া মোবাইলটি ৫ তলা থেকে ফেলে দেয়। কারণ জানতে চাইলে বলে ওকে আকাশ থেকে কেউ একজন হুকুম দিয়েছে ফোনটি নিচে ফেলে দিতে।

ক. সংবেদন কী?

খ. পরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমি বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে জনাব আবুল হোসেনের আচরণে মনোযোগের কোন উপাদানের প্রভাব দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো ।

ঘ. মালিহা এবং প্রত্যাশার প্রত্যক্ষিত ঘটনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

[ঢা বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো, য বো, ২০১৭/

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সংবেদন হলো উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ

খ প্রত্যক্ষণের সময় যা দেখা হয় তাই প্রতীক এবং যে পশ্চাদভূমির সাপেক্ষে প্রতীককে প্রত্যক্ষণ করা হয় তাই হচ্ছে পটভূমি। অনেক সময় প্রতীক ও পটভূমির সম্পর্ক পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে। পরিবর্তনশীল প্রতীক-পটভূমির ক্ষেত্রে প্রতীক পটভূমিতে এবং পটভূমি প্রতীকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ প্রতীককে কখনো পটভূমি এবং পটভূমিকে কখনো প্রতীক বলে মনে হয়। দু-ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষণ সংঘটিত হয়। যদিও উদ্দীপক একই থাকে ।

MEHEDI HASAN

গ. উদ্দীপকে জনাব আবুল হোসেনের আচরণে মনোযোগের ‘আগ্রহ’ নামক ব্যক্তিনিষ্ঠ বা অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রভাব দেখা যায় । ব্যক্তির মনোযোগ কতগুলো অভ্যন্তরীণ বা ব্যক্তিগত শর্তের ওপর নির্ভরশীল এগুলোকে মনোযোগের ব্যক্তিনিষ্ঠ উপাদানও বলা হয়। এই উপাদানগুলোর মধ্যে ব্যক্তির 'আগ্রহ' উপাদানটি অন্যতম। যার যে বিষয়ে আগ্রহ তার মনোযোগ সেই বিষয়েই বেশি। এজন্য দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রীড়ামোদি খেলার খবর দেখেন, ব্যবসায়ী দেখেন বাজার দর ।

উদ্দীপকে ব্যবসায়ী আবুল হোসেন সকালের খবরের কাগজ পাওয়া মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শেয়ার বাজারের পাতাটি পড়েন। কারণ তার আগ্রহ ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি। তাই বলা যায়

যে, জনাব আবুল হোসেনের আচরণে মনোযোগের আগ্রহ' নামক ব্যক্তিনিষ্ঠ উপাদানের প্রভাব দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে মালিহা ও প্রত্যাশার প্রত্যক্ষিত ঘটনাদ্বয় যথাক্রমে অধ্যাস হলো। ও অলীক প্রত্যক্ষণ । উভয় ধরনের প্রত্যক্ষণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা

অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণ, উভয়ের মধ্যেই কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এদের সাদৃশ্যসমূহ হলো— উভয়েই এক ধরনের ভুল প্রত্যক্ষণ । উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনা কাজ করে এবং নির্ভুল জ্ঞান লাভ হয় না। উভয় ধরনের প্রত্যক্ষণই স্বাভাবিক ঘটনা থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণের মধ্যে বৈসাদৃশ্যসমূহ হলো— অধ্যাস বাস্তব উদ্দীপকের সাপেক্ষে সংঘটিত দীর্ঘমেয়াদি সর্বজনীন ভুল প্রত্যক্ষণ। অর্থাৎ অধ্যাসে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সাপেক্ষে প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে একইভাবে ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে অধ্যাসের পরিমাণ কমানো যায়। অপরদিকে, অলীক প্রত্যক্ষণ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে কোনো বাহ্যিক উদ্দীপক থাকে না। এই ধরনের ভুল প্রত্যক্ষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অবাস্তব, স্বল্পমেয়াদি ঘটনা বিধায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিমাপ করা যায় না।

MEHEDI HASAN

উদ্দীপকে মালিহা ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় প্রত্যক্ষণ করলো যে দূরের ঘরবাড়ি, গাছপালা সবকিছু তার সাথে চলছে। যদিও এগুলো স্থির ছিলো, তবুও সে ট্রেনের গতির কারণে এগুলোকে গতিশীল হিসেবে প্রত্যক্ষণ করেছিল। তাই এটি ভুল প্রত্যক্ষণ ছিল যা সকল ব্যক্তিই প্রত্যক্ষণ করে থাকে। তাই তার প্রত্যক্ষিত ঘটনাটি অধ্যাস ছিল। কিন্তু প্রত্যাশার প্রত্যক্ষিত ঘটনাটির ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো উদ্দীপক নেই। তবুও সে প্রায়ই শুনতে পায় তাকে কে যেন ডাকছে এবং সে একদিন ৫ তলা থেকে অজানা কারো নির্দেশ প্রত্যক্ষণ করে মোবাইল ফোন ফেলে দেয়। তাই বলা যায়, প্রত্যাশার ভুল প্রত্যক্ষণটি তার ব্যক্তিগত মানসিক ব্যাধি থেকে উদ্ভূত অবাস্তব ঘটনা যাকে অলীক প্রত্যক্ষণ বলা যায় ।

প্রশ্ন ৬ । এক বিকালের আড্ডায় নিজামের দাদা নাসির সাহেব যৌবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন যে, তিনি যৌবনে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। সেই সময়ে পঠিত সুকান্তের কবিতার দুটো চরণ এখনো তার মনে আছে। পরক্ষণেই তিনি চরণ দুটো আবৃত্তি করা

শুরু করলেন— 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' নিজাম তার দাদার কবিতা আবৃত্তি শুনে হো হো করে হাসতে লাগলো ।

ক. প্রাকৃতিক অধ্যাস কী?

খ. স্মৃতির ত্রি-উপাদান মডেল বলেত কী বোঝ?

গ. উল্লিখিত কবিতার চরণ দুটো দ্বারা প্রত্যক্ষণ সংগঠনের কোন শর্তটি প্রকাশিত হয়?ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত ক্ষেত্রে নাসির সাহেবের কোন স্মৃতির কার্যকারিতা ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ করো।

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত এক বা একাধিক উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত সংবেদীয় তথ্য বিশ্লেষণ, একীভূতকরণ এবং সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ মানসিক প্রক্রিয়ায় ফলে সৃষ্ট প্রত্যক্ষণজনিত ত্রুটিকে প্রাকৃতিক অধ্যাস বলে ।

খ ১৯৬৮ সালে আর. সি এটকিনসন এবং আর. এম. শিফফ্রিন প্রদত্ত ম স্মৃতির কাঠামো বিষয়ক মডেলকে স্মৃতির ত্রি-উপাদান মডেল বলে ।

MEHEDI HASAN

সস্মৃতির ত্রি-উপাদান মডেল থেকে স্মৃতির তিনটি উপাদান সম্পর্কে জানা যায়। যথা— সংবেদী স্মৃতি, স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি । সংবেদীস্মৃতি থেকে তথ্য স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি হয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে জমা হয়। তবে এক্ষেত্রে তথ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতার চরণ দুটিতে প্রত্যক্ষণ সংগঠনের চাহিদা নামক জৈবিক শর্তটি প্রকাশিত হয়েছে।

চাহিদা ব্যক্তির প্রত্যক্ষণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। কোনো উদ্দীপককে প্রত্যক্ষণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অভাব বা প্রয়োজনবোধ যে প্রভাব বিস্তার করে তাকেই প্রত্যক্ষণের 'চাহিদা' নামক শর্ত বলা হয়। ব্যক্তির প্রেষণা বা চাহিদা প্রত্যক্ষণ সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী আর.এন. ম্যানফোর্ড ক্ষুধার্ত ও ক্ষুধার্ত নয় এমন পরীক্ষণপাত্র নিয়ে একটি পরীক্ষণ পরিচালনা করেন, তিনি তাদের কতগুলো অসম্পূর্ণ শব্দ দিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে বলেন। বেশিরভাগ ক্ষুধার্ত পরীক্ষণপাত্রই অসম্পূর্ণ শব্দগুলোকে খাবারের

সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দ হিসেবে সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু ক্ষুধার্ত নয় এমন পরীক্ষণপাত্র থেকে খাদ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন শব্দ দিয়ে অসম্পূর্ণ শব্দ সম্পূর্ণ করেছে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত কবিতার চরণ দুটির মূলকথা হলো ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে পূর্ণিমার চাঁদকেও রুটি বলে মনে হতে পারে। কারণ তার ক্ষুধা রুটি দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করবে। তাই বলা যায়, উল্লিখিত কবিতার চরণ দুটিতে প্রত্যক্ষণ সংগঠনের জৈবিক শর্তের 'চাহিদা' নামক শর্তটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নাসির সাহেবের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির কার্যকারিতা ফুটে উঠেছে। |দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হলো একটি অসীম ধারণক্ষম ভাণ্ডার, যা তথ্যকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধারণ করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে তথ্যসমূহ সংগঠিত এবং প্রক্রিয়াজাত হয়ে দীর্ঘসময়ের জন্য সঞ্চিত থাকে।
দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তি কোনোকিছু পুনরুৎপাদন করতে পারবে কি পারবে না তা নির্ভর করছে সে কত ভালোভাবে তা সংরক্ষণ করতে পেরেছে তার ওপর । তথ্যসমূহকে সংগঠিতভাবে সংরক্ষণ করলে কোনো নির্দিষ্ট তথ্যকে পুনরুৎপাদন করা সহজ হয়।উদ্দীপকে নাসির সাহেব যৌবনে কবি সুকান্তের একনিষ্ঠ ভক্ত থাকায় সেই সময় তিনি সুকান্তের অধিকাংশ কবিতা মুখস্থ করাটাই স্বাভাবিক কিন্তু তার যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হতে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই সময়ে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত কবিতার দুটি চরণ আজও তিনি আবৃত্তি করতে পারেন। তাই বলা যায়, উক্ত ক্ষেত্রে নাসির সাহেবের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির কার্যকারিতা ফুটে উঠেছে ।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ৭ । **ঘটনা-১:** মুনিরা ছোটবেলায় 'আমার পণ' কবিতাটি অসংখ্যবার পড়েছে। তাই এখনও তার কবিতাটি মনে আছে পুরোপুরি। কয়েকমাস আগে পড়া অনেক কিছু সে ভুলে গেছে, কিন্তু ছোটবেলা পড়া কবিতা এখনও মনে আছে । এ ঘটনাটি ওর খুব অবাক লাগে ।
ঘটনা-২: কাকার সাথে মুনিরা মঞ্চ নাটক দেখতে গিয়েছিল। হঠাৎ করে মঞ্চের সব আলো নিভে গেলে মুনিরার কিছুই চোখে পড়ছিল না। আস্তে আস্তে অন্ধকার তার চোখে সয়ে আসে। তারপর আবছাভাবে মঞ্চে, হেঁটে চলা মানুষগুলো তার চোখে পড়ে।

ক. সংবেদী অনুষঙ্গ কী?

খ. সুপ্ত শিক্ষণ বলতে কী বোঝ?

গ. ঘটনা-১ এ মুনিরার স্মৃতিটি কীরূপ স্মৃতি? ব্যাখ্যা করো ।

ঘ. ঘটনা-২ এ অন্ধকারে মুনিরা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির ঘটনার কার্যকারণ পর্যালোচনা করো ।

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক দুই বা ততোধিক উদ্দীপকের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়াকে সংবেদী অনুষঙ্গ বলা হয় ।

খ সন্তুষ্টি বা বলবর্ধক ব্যতীত শিক্ষণকে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন শিক্ষণ বলে । অর্থাৎ প্রেষণা যখন খুবই ক্ষীণ অথবা প্রেষণা আছে, কিন্তু উপযুক্ত সন্তুষ্টির অভাব, তখন যে শিক্ষণ হয়, তাকে সুপ্ত শিক্ষণ বলে । সুপ্ত শিক্ষণ বলতে আমরা সেই শিক্ষণকে বুঝে থাকি, যা শিক্ষণের সময় আচরণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। পরে উপযুক্ত প্রেষণা বা সন্তুষ্টির উপস্থিতিতে আচরণের ভিতর শিক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হয় ।

MEHEDI HASAN

গ ঘটনা-১ এ মুনিরার যে স্মৃতিটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো- দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ।
ওয়াইনি ওয়াইটেন এর মতে, দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হলো একটি অসীম। ধারণক্ষম ভাণ্ডার, যা তথ্যকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধারণ করতে পারে । দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিকে রেফারেন্স বই বা রেফারেন্স পাঠাগারের সাথে তুলনা করা যায় । কারণ এটি তথ্যরাজির সংরক্ষণ ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত। এটি আমাদের ৫ মিনিটে আগের ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যেমন সাহায্য করে তেমনি আমাদের ছোটবেলার ঘটনাও মনে করিয়ে দেয়। এই স্মৃতি বিস্তারিত মহড়ার মাধ্যমেই সম্ভব ।
মুনিরার ঘটনাটিতে আমরা দেখি খুব ছোটবেলার শেখা একটি কবিতা সে এখনও হুবহু বলতে পারে। এটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির উদাহরণ। এই স্মৃতি অর্জন করেছে বার বার পাঠ এবং বিস্তারিত পাঠের মাধ্যমে। লক্ষণ বিচার করলে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে তার এই স্মৃতি স্থায়ী স্মৃতি ।

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় ঘটনায় অন্ধকারে মুনিরার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে তার দৃষ্টির অন্ধকার অভিযোজন ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটেছে।

অন্ধকার অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রথমে কিছু দেখা যায় না। পরে ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ, দিবালোকের শংকু দর্শন থেকে আরও সংবেদনশীল দণ্ড দর্শনে পরিবর্তিত হতে চোখের কিছুটা সময় লাগে ৷ প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার অভিযোজন সম্পন্ন হতে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লাগে এবং প্রথম ১০ মিনিটে অনেকটা উন্নতি ঘটে (Wayne Weiten ১৯৮৯)। যখন এটা ঘটে তখন চক্ষু দিনের বেলার চেয়ে কমপক্ষে ১,০০,০০০ গুণ বেশি সংবেদনশীল হয়। যদিও দর্শনের সূক্ষ্মতা কমে যায়, কারণ শংকুগুলো তখন কাজ করে না। অন্ধকার অভিযোজনের সময় ক্ষীণ বস্তুসমূহকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য অপটিক স্নায়ুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকের ঘটনায় আমরা দেখি মঞ্চের আলো নিভে গেলে মুনিরা প্রথমে কিছুই দেখছিল না। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারের মাঝেই আবছা আবছাভাবে সবকিছুই দেখা শুরু করে। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, মুনিরা এই দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির ঘটনাটি অন্ধকার অভিযোজন ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশ ।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ৮ । সুমন রাতের বেলা হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। চাঁদের আলোয় রাস্তা চলতে তার অসুবিধা হচ্ছিল না। কিছু দূর যাওয়ার পর সে সাপ সাপ বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। পরবর্তীতে লোকজন আসলে সে কাছে গিয়ে দেখতে পেল সেখানে একটি লম্বা দড়ি পড়ে রয়েছে। সুমন দেখতে পেল তার শরীর দিয়ে ঘাম বের হচ্ছে।

ক. মনোযোগ কী?

খ. মনোযোগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সুমনের স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশ সক্রিয় ছিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে সুমনের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ত্রুটিপূর্ণ সংবেদনকে তুমি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে? যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করো।

<u>৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

ক যে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চেতনাকে একাধিক বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হয় তাকে মনোযোগ বলে ।

খ পরিবর্তনশীলতা মনোযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ।

কোনো উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করলে স্নায়ুসমূহ সক্রিয়ে হয়ে ওঠে এবং তথ্যসমূহ মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। মস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং করণীয় কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিলে তা আবার প্রান্তে প্রেরিত হয়। তখন আমরা ওই উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে থাকি । একে মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা বলে ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সময়ে সুমনের স্নায়ুতন্ত্রের মেরুরজ্জু অংশ সক্রিয় ছিল

মেরুরজ্জু ও মস্তিষ্ক নিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মেরুরজ্জু কেন্দ্রীয় য স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে নিচের ও সবচেয়ে সরল গঠনযুক্ত অংশ। এটা আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। মেরুরজ্জু পরিবহণ ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া এই দুটি প্রধান কাজ করে থাকে। বহির্জগতের কোনো উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের দেহের ওপর ক্রিয়া করলে এবং তার ফলে স্নায়ু উদ্দীপিত হওয়ার জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেহে সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে । উদ্দীপকের দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাই সুমন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে দড়িকে সাপ ভেবে চিৎকার করে ওঠে। চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের উদ্দীপক সুমনের দেহের ওপর প্রতিক্রিয়া করে। মূলত কোনো উদ্দীপক গ্রাহক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে ওই উদ্দীপনা সংবেদীয় স্নায়ুর মাধ্যমে সম্মুখ অংশ দিয়ে মেরুরজ্জুতে প্রবেশ করে। উদ্দীপকে সুমনের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। সুতরাং উদ্দীপকের ঘটনার সময়ে সুমনের স্নায়ুতন্ত্রের মেরুরজ্জু সক্রিয় ছিল তা স্পষ্ট করে বলা যায় ।

MEHEDI HASAN

ঘ উদ্দীপকে সুমনের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে আমি অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে সংজ্ঞায়িত করব।

উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রাথমিক চেতনাই হলো সংবেদন। আর সংবেদনের যথার্থ ব্যাখ্যাই হলো প্রত্যক্ষণ। কিন্তু সংবেদনের ব্যাখ্যা যখন যথার্থ না হয়ে ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখন তাকে অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে । ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়কে দায়ী করা যায় না। মূলত ইন্দ্রিয় সংবেদনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বা ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়নই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের জন্য দায়ী প্রকৃতপক্ষে কোনো

বাস্তববস্তুর প্রত্যক্ষণ যখন ওই বস্তুর সত্যিকার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে না তখন তাকে অধ্যাস বলে ।

উদ্দীপকের দিকে লক্ষ করলে দেখা, যায়, সুমন রাতের বেলা হেঁটে বাড়িতে যাচ্ছিল । কিছুদূর যাওয়ার পর সে হঠাৎ করে সাপ বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। পরবর্তীতে জানা যায় সেখানে একটি দড়ি ছিল। বাস্তবস্তুর এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা করাকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বা অধ্যাস বলে। এরূপ অধ্যাস আমাদের বাস্তবজীবনে প্রায়শই ঘটে থাকে। দিগন্তের চাঁদকে মধ্যআকাশের চাঁদের চেয়ে বড় মনে হওয়া, গাড়িতে বসে গাছপালা ছুটে যাচ্ছে মনে হওয়া ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের উদাহরণ। পরিশেষে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দীপকে সুমনের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ত্রুটিপূর্ণ সংবেদনের ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বা অধ্যাস বলা যায়।

প্রশ্ন ৯ । একজন মহিলা একদিন ঘুম থেকে উঠেই চিৎকার করে বলছে, যমদূত আমাকে ডাকছে, আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে, এখনই আমাকে নিয়ে যাবে।' বাড়ির অন্যরা দৌড়ে আসল এবং বোঝাতে চাইল কেউ তাকে নিতে আসেনি।

MEHEDI HASAN

ক. মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা কী?

খ. জ্যামিতিক অধ্যাস বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. 'সন্ধ্যাবেলায় দড়িকে সাপ মনে করা' উক্তিটির সাথে উদ্দীপকের ঘটনাটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত উদ্দীপকসমূহ অপরিবর্তিত রাখা হলেও তার প্রতিক্রিয়া এক উদ্দীপক থেকে অন্য উদ্দীপকে স্থানান্তরিত হয় । একে মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা (Shifting of attention) বলে ।

খ জ্যামিতিক চিহ্নসমূহ প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে তার আকার, আকৃতি সম্পর্কে শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাগত বিশ্লেষণ, একত্রীকরণ এবং সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ সংবেদীয় ও মানসিক প্রক্রিয়ার ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যাসম্পন্ন ধারণাকেই জ্যামিতিক অধ্যাস বলে।

যেমন- মুলার-লায়ার অধ্যাস, উলম্ব অধ্যাস, Ponzo অধ্যাস।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি অলীক প্রত্যক্ষণ ।

বাস্তবে কোনো উদ্দীপক নেই অথচ তাকে প্রত্যক্ষণ করা হয় এরূপ প্রত্যক্ষণই অলীক প্রত্যক্ষণ বা অলীক বীক্ষণ নামে পরিচিত। অর্থাৎ অবাস্তব উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণই হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ । অলীক প্রত্যক্ষণ হলো এমন প্রত্যক্ষণীয় অভিজ্ঞতা, যা একই সংবেদীয় পরিস্থিতিতে অন্যরা যেভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উদাহরস্বরূপ- আবছা অন্ধকারে একজন দেখতে পেল সাদা কাপড় পরিহিত এক মহিলা ইশারায় ডাকছে। অথচ বাস্তবে সেখানে কোনো মহিলার অস্তিত্ব নেই ।

উদ্দীপকে একজন মহিলা একদিন ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করে বলছে যমদূত আমাকে ডাকছে, এখনই আমাকে নিয়ে যাবে । কিন্তু তার পাশে থাকা অন্যরা কেউ শুনতে পায় না। এরূপ অবাস্তব কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষণই হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ। মূলত মস্তিষ্কের বিকৃতি ও মানসিক অস্বাভাবিকতাই অলীক প্রত্যক্ষণের জন্য দায়ী

MEHEDI HASAN

ঘ ‘সন্ধ্যাবেলায় দড়িকে সাপ মনে করা' এরূপ কোনো ঘটনার ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যক্ষণ করা হচ্ছে অধ্যাস।

সংবেদনের ব্যাখ্যা যখন যথার্থ না হয়ে ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ হয় তখন তাকে অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে । অর্থাৎ কোনো বাস্তব উদ্দীপককে ভ্রান্তভাবে প্রত্যক্ষণ করার নামই হচ্ছে অধ্যাস। অন্যদিকে, বাস্তবে কোনো উদ্দীপকে নেই অথচ থাকে প্রত্যক্ষণ করা হয় এরূপ প্রত্যক্ষণই অলীক প্রত্যক্ষণ। অধ্যাস সাধারণত স্বাভাবিক ও সুস্থ ব্যক্তির বেলায় ঘটে থাকে, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অধ্যাস একটি দীর্ঘমেয়াদি ঘটনা, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ স্বল্পমেয়াদি ঘটনা । প্রশ্নে সন্ধ্যাবেলায় দড়িকে সাপ মনে করা' এটি মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাস। ব্যক্তির নিজস্ব ভীতিমূলক কোনো মানসিক প্রবণতার কারণে মৃদু আলো অথবা অন্ধকারে কোনো উদ্দীপক সম্পর্কে শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাগত বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ। সংবেদীয় ও মানসিক প্রক্রিয়ার একটি ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যাসম্পন্ন ধারণাকেই মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাস বলে। অন্যদিকে, উদ্দীপকের

বর্ণিত ঘটনাটি অলীক প্রত্যক্ষণ। বাস্তবে এরূপ কোনো ঘটনার ভিত্তি নেই। অলীক প্রত্যক্ষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়, কিন্তু অধ্যাস হয় বস্তুকেন্দ্রিক

পরিশেষে বলা যায়, অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণ উভয়ই এক ধরনের ভুল প্রত্যক্ষণ, উভয়ই স্বাভাবিক ঘটনা থেকে ভিন্নতর।

প্রশ্ন ১০ ।

MEHEDIHASAN

ক. ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত কাকে বলে?

খ. শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস বলতে কী বোঝ?

গ. ? চিহ্নিত স্থানের কোন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার নাম প্রতিস্থাপন যুক্তিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো ।

ঘ. উদ্দীপকে যে বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে তার বাহ্যিক শর্তাবলির সাথে তুমি কতটা একমত— তার যৌক্তিকতা আলোচনা করো ।

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব উদ্দীপক ব্যক্তির দিক দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণে সহায়তা করে তাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ শর্ত বলে।

খ শারীরিক ঘটনার কারণে অধ্যাসের সৃষ্টি হলে তাকে শারীরবৃত্তীয়অধ্যাস বলে ।
কোনো ঝাল খাবার পর মিষ্টি খেলে যেমন লাগবে, কোনো মিষ্টি খাবার পর ঐ মিষ্টি খেলে সে স্বাদ লাগবে না। এটাই শারীরবৃত্তীয় অধ্যাসের জন্যে ঘটে থাকে ।

গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে যে মানসিক প্রক্রিয়াটির প্রতিস্থাপন যুক্তিপূর্ণ তা হলো মনোযোগ ।
মনোযোগ হলো প্রত্যক্ষণের পূর্ববর্তী ঘটনা, যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের সচেতন অভিজ্ঞতা বা সতকর্তায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনো তথ্যকে নির্বাচন করে। অর্থাৎ মনোযোগ হলো এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে চেতনাকে একাধিক বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়। সেজন্য মনোযোগ বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি অসংখ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিষয়কে নির্বাচন করে নিয়ে তার ওপর মানসিক সচেতন ক্রিয়াকে নিবিষ্ট করা এবং অন্যান্য বিষয় থেকে মানসিক সচেতন ক্রিয়াকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে নেয়া।
সুতরাং, মনোযোগ হলো সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা চেতনার ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত করে মাত্র একটি বিষয়বস্তুতে মানসিক সচেতন ক্রিয়াকে নিবিষ্ট করা হয়।
MEHEDI HASAN
উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে যে, ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বিষয় থেকে বাছাই করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি বিষয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ অসংখ্য বিষয় থেকে গুরুত্বের বিচারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির চেতনা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি চেতনার এই কেন্দ্রীভূত হওয়াকেই মনোযোগ বলা হয়। সুতরাং, উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে মনোযোগ নামক মানসিক প্রক্রিয়াটির প্রতিস্থাপনই যুক্তিযুক্ত।

ঘ. উদ্দীপকে 'মনোযোগ' সম্পর্কে বলা হয়েছে
অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি চেতনার কেন্দ্রীভূত গতিশীল অবস্থাকে মনোযোগ বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোযোগ কোন উদ্দীপকের প্রতি নিবদ্ধ হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি ও উদ্দীপকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা শর্তের ওপর। এসব শর্তসমূহকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— বস্তুনিষ্ঠ বা বাহ্যিক শর্তাবলি এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ বা অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি ।
মনোযোগের বস্তুনিষ্ঠ বা বাহ্যিক শর্তাবলি মূলত উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যার কারণে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি চেতনা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এই শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, উদ্দীপকের

আকার, তীব্রতা, গতিশীলতা, পুনরাবৃত্তি, নতুনত্ব, বৈসাদৃশ্য, সামঞ্জস্যহীনতা, অবস্থান, বিচ্ছিন্নতা, গোপনীয়তা প্রভৃতি। অসংখ্য উদ্দীপকের মধ্যে সাধারণত ঐ উদ্দীপকটিই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, যা অন্যান্য উদ্দীপকের তুলনায় আকাড়ে বড়, গতিশীল, অভিনব, সামঞ্জস্যহীন অথবা অধিক গোপনীয়। যে উদ্দীপক অধিক তীব্র, বারবার উপস্থাপিত হয়, তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী, বিশেষ অবস্থানের অধিকারী এবং রঙের ক্ষেত্রে অধিক বৈচিত্র্য ধারণকারী সাধারণত সে উদ্দীপকের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

উদ্দীপক বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারি যে, কোনো ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থাপিত অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে বস্তু বা বিষয়ের বাহ্যিক শর্ত এবং ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শর্তসমূহের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কারণে ব্যক্তি গুরুত্ব বিচার করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদান করে। যা তার আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে। তাই বলা যায়, মনোযোগের বাহ্যিক শর্তাবলি কোনো একটি বিষয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ১১। মনোবিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষক আলোচনা করেন, অনেক আমরা কোনো বস্তুকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করি। শিক্ষকের বক্তব্যে রীমা জানতে পারে জ্যামিতির চিত্র, গতি, প্রকৃতি আকাশে চাঁদের অবস্থান এসব আমরা অনেক সময় ভুলভাবে ব্যাখ্যা করি। সীমা শিক্ষকের নিকট জানতে চায় মাঝে মাঝে তার মন খারাপ থাকে এবং মনে হয় ফেরেশতা তাকে ডাকছেসমাধান কী?

ক. মনোযোগ কী?

খ. মূল্যবোধ কীভাবে প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। গ. উদ্দীপকে রীমা যেসব বিষয় জানতে পারে সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ঘ. উদ্দীপকে রীমা ও সীমার প্রত্যক্ষণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. সাধারণত কোনো বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়োজিত করার নামই হলো মনোযোগ ।

খ ব্যক্তির মূল্যবোধের দ্বারা তার প্রত্যক্ষণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।
কোন ঘটনাকে একজন সৌন্দর্যের পিয়াসী যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে, একজন ধার্মিক বা একজন আধুনিক ব্যক্তি সেভাবে দেখবে না । গোঁড়া ধার্মিক পরিবারে পর্দা-প্রথার যেমন কড়াকাড়ি তেমনি আধুনিক পরিবারে পর্দা-প্রথা একটি হাস্যকর ব্যাপার। মূল্যবোধের কারণেই দৃষ্টিভঙ্গির এ ধরনের তারতম্য ঘটে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে মূল্যবোধ আলাদা হতে পারে। তবে একই প্রকার সমাজ বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মূল্যবোধে সাদৃশ্য থাকতে পারে।

গ উদ্দীপকে রীমা জানতে পারে জ্যামিতিক চিত্র, গতি, প্রকৃতি, আকাশে চাদের অবস্থান ইত্যাদি অনেক সময় আমরা ভুলভাবে প্রত্যক্ষণ করি । জ্যামিতিক রেখা, কোণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাপ সম্পর্কে নানা ধরনের চাক্ষুস ভ্রান্তি দেখা যায়। এ ধরনের ভ্রান্তিকে জ্যামিতিক অধ্যাস বলে। জ্যামিতিক অধ্যাসের মধ্যে মুলার-লায়ার অধ্যাস খুবই পরিচিত। গতি অধ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা স্থির বস্তুকে গতিশীল বলে প্রত্যক্ষণ করে থাকি। ফাই-ঘটনা গতি অধ্যাসের একটি উদাহরণ। ফাই ঘটনায় বাস্তবিক পক্ষে বাতিগুলো স্থির কিন্তু মনে হয় আলো দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে । আবার চলন্ত গাড়িতে বসে থাকলে মনে হয় দূরের গাছপালা এবং ঘর-বাড়ি গাড়ির সাথে ছুটে চলেছে। দিগন্তের চাঁদকে মধ্য আকাশের চাঁদের চেয়ে বড় দেখায়। অবস্থানের জন্য একই চাঁদকে ছোট বা বড় দেখাচ্ছে। চান্দ্র অধ্যাসের জন্য এরকম দেখা যায়। আবার এক গ্লাস পানিতে পঞ্চাশ পয়সার একটি মুদ্রা রাখলে মুদ্রাটিকে অনেক উপরে বলে মনে হয়। অথবা অর্ধবালতি পরিষ্কার পানিতে একটি লাঠি স্থাপন করলে লাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। এসব প্রাকৃতিক অধ্যাসের উদাহরণ ।

MEHEDI HASAN

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, রীমার প্রত্যক্ষণ অধ্যাস আর সীমার প্রত্যক্ষণ অলীক ।
অধ্যাস সাধারণত স্বাভাবিক ও সুস্থ ব্যক্তির বেলায় ঘটে থাকে । অলীক প্রত্যক্ষণ সাধারণত অস্বাভাবিক ব্যক্তি অর্থাৎ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অধ্যাসের বাস্তব ভিত্তি আছে, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণে তা নেই।
অধ্যাসের ক্ষেত্রে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বাহ্যিক উদ্দীপক বিদ্যমান থাকে । অলীক প্রত্যক্ষণে কোনো বাহ্যিক উদ্দীপকের উপস্থিতি থাকে না। বিজ্ঞানসম্মতভাবে অধ্যাসের পরিমাপ করা যায়, কিন্তু

যেহেতু অলীক প্রত্যক্ষণ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের কল্পনাপ্রসূত ঘটনা, তাই এর বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ করা যায় না ।

অধ্যাস একটি দীর্ঘমেয়াদি ঘটনা, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ স্বল্পমেয়াদি ঘটনা । অধ্যাস সর্বজনীন। একই ধরনের বস্তু সবার ক্ষেত্রে একই ধরনের অধ্যাসের সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অলীক প্রত্যক্ষণ সংঘটিত হয়ে থাকে

চিকিৎসার মাধ্যমে অধ্যাস পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ চিকিৎসার মাধ্যমে দূর করা যায়। অধ্যাস বস্তুকেন্দ্রিক, কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় রীমা ও সীমার প্রত্যক্ষণের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ১২। কবিরহাট সরকারি কলেজের শিক্ষক নিজাম সরকার বললেন যে, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ (শ্রবণ, দর্শন, স্বাদ, স্পর্শ, গন্ধ) পৃথিবী থেকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় শক্তি (আলো, তাপ, শব্দ প্রভৃতি) আকারে তথ্য গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্ক সেই তথ্যসমূহের অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করে। এভাবেই পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষণ সংঘটিত হয়।

MEHEDI HASAN

ক. সংবেদন কী?

খ. সংবেদন কতটুকু স্থায়ী হবে তা নির্ভর করছে উদ্দীপকের স্থায়িত্বের ওপর- ব্যাখ্যা করো।

গ. নিজাম স্যারের উল্লিখিত তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উল্লিখিত তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষণের পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে সংগৃহীত উদ্দীপনার প্রতি প্রাথমিক থো চেতনা বা বোধকে সংবেদন বলে ।

খ উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনার প্রতি প্রাথমিক চেতনা হলো সংবেদন। এই সংবেদনের স্থায়িত্ব উদ্দীপকের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত কোনো উদ্দীপক যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়কে

উত্তেজিত রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত সংবেদন স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন— ছুটির ঘণ্টা একটু বেশি সময় ধরে এক নাগাড়ে বাজালে এর থেকে সৃষ্ট সংবেদনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় ।

গ নিজাম স্যারের উল্লিখিত তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াটি হলো সংবেদন। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হলো 'উদ্দীপক' ও 'তীব্রতা'। সংবেদন সৃষ্টির জন্য উদ্দীপকের প্রয়োজন। উদ্দীপক কোনো ইন্দ্রিয়কে আঘাত করলে যে স্নায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয় তা মস্তিষ্কে পৌছা মাত্র সংবেদন হয়। আমাদের চারপাশে আলো, বাতাস, শব্দ, আগুন, বরফ প্রভৃতি হাজারো রকমের উদ্দীপক রয়েছে। সংবেদনের তীব্রতা নির্ভর করে মূলত উদ্দীপকের তীব্রতার ওপর। সাধারণত উদ্দীপকের তীব্রতা বাড়লে বা কমলে সংবেদনের তীব্রতাও বাড়বে বা কমবে। মুখ দিয়ে শিস দেওয়া শব্দের চেয়ে রেলগাড়ির হুইসেলের শব্দ অনেক বেশি তীব্র। হুইসেলের তীব্র শব্দ কানের গভীরে প্রবেশ করলে ব্যথার সংবেদন অনুভূত হয়।

ঘ নিজাম স্যারে উল্লিখিত তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াটি হলো সংবেদন প্রক্রিয়া । এই সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রাহক ইন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা স্নায়বিক প্রবাহ আকারে মস্তিষ্কে পৌঁছে উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর যে প্রাথমিক চেতনা বা বোধ সৃষ্টি করে তাকে সংবেদন বলে। অপরদিকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি সম্পর্কে মানুষ বা প্রাণী যে অর্থপূর্ণ ধারণা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে প্রত্যক্ষণ বলে । সংবেদন হলো অনির্বাচনমূলক ও প্রান্তীয় সরল প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রত্যক্ষণ হলো নির্বাচনমূলক ও কেন্দ্রীয় জটিল প্রক্রিয়া। সংবেদনের ক্ষেত্রে প্রাণী প্রাথমিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে, অর্থাৎ সংবেদন প্রাণীর শিক্ষণ, প্রেষণা বা ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষণের বেলায় প্রাণী সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ প্রাণীর শিক্ষণ, প্রেষণা বা ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়াও সংবেদন প্রক্রিয়াটি একটি উপস্থাপনমূলক অসংগঠিত প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়াটি একই সাথে উপস্থাপনমূলক ও পুনরুজ্জীবনমূলক সংগঠিত প্রক্রিয়া । সংবেদন প্রক্রিয়ায় শুধু অন্তর্মুখী বা সংবেদীয় স্নায়ু সক্রিয় থাকে। অপরদিকে, প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার বেলায় সংবেদন প্রাথমিকভাবে | সংবেদী ভূমিকা রাখলেও সংযোজক স্নায়ু মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পরিশেষে বলা যায় যে,

MEHEDI HASAN

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ দুটি আলাদা প্রক্রিয়া হলেও সংবেদন ছাড়া অর্থপূর্ণ প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। অপরদিকে, প্রত্যক্ষণ ব্যতীত প্রাণীর জীবনে সংবেদন অর্থহীন ।

প্রশ্ন ১৩ । বিনয় বড়ুয়ার অফিস আর তার ব্যবসার স্টোররুম কাছাকাছি অবস্থিত। তিনি প্রায় সময় মালামালের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অফিস থেকে স্টোররুমে যান। স্টোররুমে ঢুকে প্রথমে তিনি অনেকটা অন্ধকার দেখেন। দরজার একটু ভেতরে তিনি মিনিট দুয়েক দাঁড়ানোর পর একই আলোতে তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার তিনি স্টোররুম থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে কিছু দেখতে পান না। কয়েক মিনিট পর তিনি পূর্বের মতো দেখতে পান ।

ক. আলো অভিযোজন কী?

খ. প্রত্যক্ষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংগঠন বা সুবিন্যস্তকরণ— ব্যাখ্যা করো।

গ. বিনয় বড়ুয়া স্টোররুম থেকে বের হওয়ার কয়েক মিনিট পর দেখতে শুরু করার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বিনয় বড়ুয়া স্টোররুমের বিষয়টি অন্ধকার অভিযোজন হিসেবে বিশ্লেষন করো।

MEHEDI HASAN

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো আলোতে চোখের অভ্যস্থ বা অভিযোজিত হওয়ার নাম আলো অভিযোজন ।

বাইরের পরিবেশ থেকে আমরা যে উদ্দীপনা লাভ করি তা এলোমেলো অবস্থায় মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক এই এলোমেলো উদ্দীপনাকে গুছিয়ে একটি সংঘবদ্ধরূপে দাঁড় করায়। এলোমেলো উদ্দীপনাকে সংঘবদ্ধরূপে প্রত্যক্ষণ করাই হলো প্রত্যক্ষণের সংগঠন বা সুবিন্যস্তকরণ। সংগঠন প্রত্যক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ।

গ. বিনয় বড়ুয়া স্টোররুম থেকে বের হওয়ার কয়েক মিনিট পরে দেখতে শুরু করার ঘটনাটিকে আলো অভিযোজন বলে। নিম্নে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা হলো। আলো অভিযোজিত চক্ষুর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর সংবেদনশীলতা হ্রাস পায়। তীব্র আলোতে সংবেদনশীলতার ক্রমাবনতিকে আলো অভিযোজন বলা যেতে পেরে। উদাহরণস্বরূপ অন্ধকার কক্ষে হঠাৎ তীব্র আলো জ্বলে

উঠলে প্রথমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে সব কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় । আলোর অভিযোজনের জন্যই এর রকম হয়ে থাকে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বিনয় বড়ুয়া যখন অন্ধকার স্টোররুম থেকে বের হওয়ার সাথে কিছু দেখতে পান না। কিন্তু কয়েক মিনিট পর স্বাভাবিকভাবে দেখতে শুরু করেন। বিনয় বড়ুয়ার ক্ষেত্রে এরকম ঘটনাটি সাধারণত আলো অভিযোজন প্রক্রিয়ার জন্যই ঘটেছে।

ঘ বিনয় বড়ুয়ার স্টোররুমের এই বিষয়টিকে অন্ধকার অভিযোজন হিসেবেও বিশ্লেষণ করা যায় । খুব কম আলোতে কারও দৃষ্টিশক্তির পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি বা উন্নতি ঘটলে অন্ধকার অভিযোজন সংঘটিত হয়। যেমন— নাটক মঞ্চায়নের সময় ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়া হলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু অল্প সময় পরে ধীরে ধীরে সবকিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও তখন আলোর মাত্রার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় বিনয় বড়ুয়া অফিস থেকে যখন স্টোররুমে ঢুকেন প্রথমে তিনি অনেকটা অন্ধকার দেখেন। কিন্তু কয়েক মিনিট পর একই আলোতে তার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। বিনয় বড়ুয়ার এমনটি হওয়ার কারণ অন্ধকার অভিযোজন। অন্ধকার অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রথমে কোনোকিছু দেখা যায় না এবং পরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ দিবালোকের শংকু দর্শন থেকে আরও সংবেদনশীল দণ্ড দর্শনে পরিবর্তিত হতে চোখের কিছুটা সময় লাগে ।

MEHEDI HASAN

সুতরাং বলা যায়, অন্ধকার অভিযোজনের সময় ক্ষীণ বস্তুসমূহকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য অপটিক স্নায়ুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ১৪। রাহাত কলেজে ক্লাস করার পর পড়ন্ত বিকালে ক্ষুধার্ত পেটে বাসায় ফিরছিল। রাস্তায় নেমে তার কাছে বাইরের আলো কলেজের ভিতরের আলোর চাইতে বেশি বেশি লাগছিল । কিছুক্ষণ পর তা ঠিক হয়ে যায়। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সে রাস্তার পাশে অবস্থিত দোকানে ও বিল্ডিং এ ঝুলানো সাইনবোর্ডগুলো দেখতে লাগলো যাতে একটি ভালো খাবারের দোকান খুজে পাওয়া যায়। আলোক সজ্জিত নতুন ডিজাইনের বড়, লম্বা ধরনের বিল্ডিংয়ে একটি সাইনবোর্ড দেখে সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষিত হলো, যাতে লেখা ছিল Welcome Hostel কিন্তু রাহাত ভুলে

Hostel কে Hotel মনে করে নতুন বিল্ডিংয়ে খাবারের জন্য ঢুকে পড়ে। কিন্তু সেখানে ঢুকে দেখে সেটি একটি ছাত্রাবাস ।

ক. অলীক প্রত্যক্ষণ কী?

খ. প্রত্যক্ষণকে কেন সামগ্রিক প্রক্রিয়া বলা হয়?

গ. উদ্দীপকে কলেজের ভেতরের আলোর সাথে বাইরের রাস্তার আলোর তারতম্যের ঘটনাটি কী? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রাহাতের বিল্ডিংয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ ও ছাত্রাবাসের ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষণগত ভুলের কারণ কি একই? আলোচনা

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অবাস্তব উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণই হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ ।

খ পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি সম্পর্কে মানুষ বা প্রাণী যে অর্থপূর্ণ ধারণা বা অভিজ্ঞতা লাভ করে তাকে প্রত্যক্ষণ বলে ।

MEHEDI HASAN

আমরা যখন কোনো কিছু প্রত্যক্ষণ করি তা খণ্ড খণ্ডভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণ করি। অর্থাৎ খণ্ড অংশকে গুছিয়ে সংঘবদ্ধভাবে সামগ্রিক রূপ প্রদান করাই হলো প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য । এভাবে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষণের কারণেই প্রত্যক্ষণকে সামগ্রিক প্রক্রিয়া বলা হয় ।

গ. উদ্দীপকে কলেজের ভেতরের আলোর সাথে বাইরের রাস্তার আলোর তারতম্যের ঘটনাটি আলো অভিযোজন ।

আলো অভিযোজিত চক্ষুর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর সংবেদনশীলতা হ্রাস পায়। তীব্র আলোতে সংবেদনশীলতার ক্রমাবনতিকে আলো অভিযোজন বলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অন্ধকার কক্ষে হঠাৎ তীব্র আলো জ্বলে উঠলে প্রথমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ধীরে ধীরে সব কিছুই গোচরীভূত হয়। উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, রাহাত কলেজ থেকে রাস্তায় নামলে তার কাছে বাইরের আলো কলেজের ভিতরের আলোর চাইতে বেশি বেশি লাগছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তা ঠিক হয়ে যায় ।

আলো অভিযোজনের ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রার আলোর প্রতি চক্ষু কম সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। আলো অভিযোজন প্রক্রিয়া অন্ধকার অভিযোজনের চেয়ে বেশি দ্রুত সংঘটিত হয়।

ঘ. উদ্দীপকে রাহাতের বিল্ডিংয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ মনোযোগের আকার ও নতুনত্ব এবং ছাত্রাবাসের ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষণগত ভুলের কারণ অধ্যাস ।

মনোযোগ আকর্ষণ করার একক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো উদ্দীপকের আকার। সাধারণ ক্ষুদ্রাকার বস্তুর তুলনায় বিরাট বস্তু সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদ্দীপকে রাহাত অনেকগুলো খাবার দোকানের মধ্যে বড়, লম্বা ধরনের বিল্ডিংয়ের একটি সাইনবোর্ড দেখে তার দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। এখানে রাহাতের দৃষ্টি আকর্ষণের মূল কারণ খাবার দোকানের আকার । উদ্দীপকের নতুনত্ব বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য মনোযোগ আকর্ষণের এক উল্লেখযোগ্য শর্ত। উদ্দীপকে রাহাতের দৃষ্টি আকর্ষণের আরেকটি কারণ হোটেলের আলোক সজ্জিত নতুন ডিজাইনের সাইনবোর্ড।

উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রাথমিক চেতনা হলো সংবেদন। আর সংবেদনের যথার্থ ব্যাখ্যাই হলো প্রত্যক্ষণ। কিন্তু সংবেদনের ব্যাখ্যা যখন যথার্থ না হয়ে ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ হয় তখন তাকে অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে । উদ্দীপকে রাহাত ভুলে Hostel কে Hotel মনে করে নতুন বিল্ডিংয়ে খাবারের জন্য ঢুকে পড়ে। কিন্তু সেখানে ঢুকে দেখে সেটি একটি ছাত্রাবাস। রাহাতের এ ভুলের জন্য ইন্দ্রিয়কে দায়ী করা যায় না। ইন্দ্রিয় সংবেদনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বা ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়নই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের জন্য দায়ী। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি কোনো বাস্তব উদ্দীপককে ভ্রান্তভাবে প্রত্যক্ষণ করার নামই হচ্ছে অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ১৫। ক্রিকেটার তামিম ইকবাল 'এশিয়া কাপ ২০১৮ - এর একটি টুর্নামেন্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ব্যাটিং করেছিলেন। তামিমের ঐ দিনের ব্যক্তিগত রান যখন ২. তখন একটি বল তার বাম হাতে আঘাত হানে। তিনি হাতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন এবং ড্রেসিংরুমে চলে যান। | দেশের সকল ক্রিকেটপ্রেমী মনে করেছিলেন আজ তামিম আর খেলতে পারবেন না। কিন্তু দেশের রানের অবস্থা খারাপ দেখে সবার শেষে। আবার খেলতে নেমে একহাতে ব্যাটিং করে তামিম সবাইকে অবাক করেন। ম্যাচশেষে বাংলাদেশের ভাগ্যে আসে দারুণ জয়।

ক. ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ কী?

খ. আলো অভিযোজনের ব্যাখ্যা দাও।

গ, আঘাত পাওয়ার পর তামিমের ক্ষেত্রে সংবেদনের দৈহিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দাও ।

ঘ. এ ধরনের সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ |

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সংবেদনের ব্যাখ্যা যখন যথার্থ না হয়ে ত্রুটিপূর্ণ হয় তখন তাকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলে।

খ কোনো আলোতে চোখের অভ্যস্থ বা অভিযোজিত হওয়ার নাম আলো অভিযোজন। যদি আলোর দিকে তাকানো যায় তা হলে চোখ আলো অভিযোজিত হয়ে পড়ে। আলো অভিযোজিত চক্ষুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সংবেদনশীলতা হ্রাস পায়। তীব্র আলোতে সংবেদনশীলতার ক্রমাবনতিকে আলো অভিযোজন বলা হয়। যেমন- দিনের বেলায় অন্ধকার রুম থেকে হঠাৎ রোদের উজ্জ্বল আলোতে আসলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। পরে আস্তে আস্তে সব কিছুই দেখা যায়। আলোর অভিযোজনের জন্যই এরকম হয়ে থাকে।

MEHEDI HASAN

গ আঘাত পাওয়ার পর তামিমের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রক্রিয়ায় সংবেদন সৃষ্টি হয়েছে। কোনো উদ্দীপক প্রথমে কোনো গ্রহণ ইন্দ্রিয়ের কোষসমূহকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে চলে যায় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সংবেদনের জন্ম দিয়ে থাকে। তবে অনেক সময় মেরুরজ্জুর মাধ্যমেও আমরা সংবেদন লাভ করতে পারি। বাইরের কোনো উদ্দীপক আমাদের কোনো ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে অন্তর্মুখী স্নায়ু এই উত্তেজনা মেরুদণ্ডের ভেতর অবস্থিত মেরুরজ্জুতে নিয়ে গেলেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে সংবেদন লাভ করতে পারি। উদ্দীপকে তামিম যখন বাম হাতে আঘাত পান তখন তার বাম হাতের সংবেদী স্নায়ুগুলো আঘাতের উদ্দীপনা গ্রহণ করে অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌছার সাথে সাথেই তিনি এ ব্যথা অনুভব করেন। এভাবেই তামিমের ক্ষেত্রে সংবেদনের দৈহিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত এই ধরনের অর্থাৎ তামিম ইকবাল যে প্রক্রিয়ায় বলের সম্পর্ক বিদ্যমান আঘাতে ব্যথা অনুভব করেছে সে প্রক্রিয়ায় সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের

কোনো বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে প্রাথমিক চেতনাই হলো সংবেদন। আর সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা বা অর্থবোধক করা হয় তখনই তা হয়ে উঠে প্রত্যক্ষণ । হেনরি এল. রডিজার এবং তার সহযোগীরা বলেন, 'সংবেদন বলতে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণকে বোঝায়, অপরপক্ষে প্রত্যক্ষণ ওই উদ্দীপনার ব্যাখ্যা ও অর্থবোধক বর্ণনা প্রদান করে।'

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণকে আমরা আলাদাভাবে না দেখে বরং বলতে পারি এরা একই লম্ব দিগন্তের দুটি বিন্দু, কোনো উদ্দীপক যখন কোনো একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়যন্ত্রে আঘাত করে তখন আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুতগতিতে তা ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষণের সৃষ্টি হয়। তাই সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে সীমারেখা তৈরি করা সম্ভব নয় ।

বাগানে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ (চোখা) বস্তু পায়ের নিচে পড়াতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হলো। তীব্র ব্যথার এই অনুভূতিই হলো সংবেদন। আর যখন বোঝা গেল যে, একটি লোহার পেরেক পায়ে ফোটাতেই এই ব্যথা অনুভূত হয়েছে, তখনই তা প্রত্যক্ষণে পরিণত হলো।

MEHEDI HASAN

প্রশ্ন ১৬ । ইমরান ১০ম শ্রেণির ছাত্র। তার দাদা একজন স্কুলশিক্ষক সে অজানা অনেক বিষয়ে জানার জন্য স্কুলশিক্ষক দাদার শরণাপন্ন হয় সে দাদাকে বলে আকাশের চাঁদ নদীর স্বচ্ছ পানিতে অনেক বড় দেখায় স্বচ্ছ পানিতে দণ্ডায়মান লাঠির পানির নিচের অংশ বাঁকা দেখায় রসগোল্লা খাওয়ার পর চা পানসে লাগে। দাদা এমন হয় কেন? দাদা বলল, এসব ঠিকই থাকে, তবে, ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যায় এমনসব হয়। ইন্দ্রিয় সংবেদনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বা ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়নই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের জন্য দায়ী ।

ক. অন্ধকার অভিযোজন কী?

খ. আবেগ প্রত্যক্ষণকে প্রভাবিত করে- ব্যাখ্যা করো।

গ. ইমরানের প্রশ্নে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দাও

ঘ. উল্লিখিত ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যক্ষণের সাথে অলীক প্রত্যক্ষণের পার্থক্য নির্ণয় করো

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অন্ধকারে চোখের অভ্যস্ত বা অভিযোজিত হওয়ার নাম অন্ধকার অভিযোজন ।

খ ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আবেগ দ্বারা ৬ প্রভাবিত হলে ব্যক্তি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হতে পারে। ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হলে কুৎসিত রমণীও আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। আবার আবেগের কারণেই সুন্দরী ও গুণবতী রমণীকেও অসুন্দর বলে মনে হতে পারে। আবেগের সময় যা ভালো বলে মনে হয়, আবেগ প্রশমিত হলে তা ভালো নাও লাগতে পারে। তাই দেখা যায় যে, আবেগ দ্বারা প্রত্যক্ষণ প্রভাবিত হয়ে থাকে।

গ ইমরানের প্রশ্নে বিভিন্ন ধরনের অধ্যাসের প্রতিফলন ঘটেছে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের অধ্যাসের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো-

MEHEDI HASAN

কতকগুলো সংবেদীয় তথ্য আছে যাদের প্রবণতা হলো বারবার ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যক্ষণের জন্ম দেওয়া। এ ধরনের সংবেদীয় উদ্দীপক এবং তাদের ফলাফলকে অধ্যাস বলা যেতে পারে। উদ্দীপকে তিন ধরনের অধ্যাসের উদাহরণ শনাক্ত করা যায়। যথা- চান্দ্র অধ্যাস, প্রাকৃতিক অধ্যাস, শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস ।

চান্দ্র অধ্যাস: দিগন্তের চাঁদকে মধ্য আকাশের চাঁদের চেয়ে বড় দেখায়। অবস্থানের এই ভিন্নতার কারণে একই চাঁদকে ছোট ও বড় দেখা যায়। চাঁদের ক্ষেত্রে সংঘটিত এই অধ্যাসকে বলা হয় চান্দ্র অধ্যাস।

প্রাকৃতিক অধ্যাস: এক গ্লাস পানিতে পঞ্চাশ পয়সার একটি মুদ্রা রাখলে মুদ্রাটিকে অনেক উপরে বলে মনে হয়। অথবা অর্ধ-বালতি পরিষ্কার পানিতে একটি লাঠি স্থাপন করলে লাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। এসব প্রাকৃতিক অধ্যাসের উদাহরণ

শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস: শারীরিক ঘটনার কারণে অধ্যাসের সৃষ্টি হলে তাকে শারীরবৃত্তীয় অধ্যাস বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় যিনি চায়ে এক চামচ চিনি ব্যবহার করেন, মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার পর ঐ চা. (এক) চামচ চিনির চা) তার কাছে পানসে লাগবে। শারীরবৃত্তীয় অধ্যাসই এর মূল কারণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ত্রুটিপূর্ণ প্রত্যক্ষণগুলো ছিল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বা অধ্যাসের উদাহরণ। ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বা অধ্যাস এবং অলীক প্রত্যক্ষণ উভয়ই প্রত্যক্ষণজনিত ত্রুটি হলেও উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান । বাস্তব উদ্দীপকের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বলা হয়। অপরদিকে, অবাস্তব উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণই হচ্ছে অলীক প্রত্যক্ষণ। অর্থাৎ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বা অধ্যাসে বাস্তব উদ্দীপককে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণে বাস্তবে কোনো উদ্দীপক না থাকলেও মানুষ অবাস্তব উদ্দীপককে প্রত্যক্ষণ করে থাকে ।

অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে মাঝেমাঝে ঘটে থাকে বলে এটি সর্বজনীন দীর্ঘমেয়াদি ঘটনা। অপরদিকে, অলীক প্রত্যক্ষণ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অলীক প্রত্যক্ষণ হয়ে থাকে বলে এটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বল্পমেয়াদি ঘটনা৷ এছাড়াও অধ্যাস হলো বস্তুকেন্দ্রিক ঘটনা যা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিমাপ করা যায় এবং চিকিৎসার দ্বারা এটি দূর করা যায় না। কিন্তু অলীক প্রত্যক্ষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা, যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিমাপ করা যায় না এবং এটি চিকিৎসার দ্বারা দূর করা সম্ভব।

MEHEDI HASAN

পরিশেষে বলা যায়, অধ্যাস ও অলীক প্রত্যক্ষণ উভয়ই প্রত্যক্ষণজনিত ত্রুটি হলেও উভয়ের মধ্যে উদ্দীপকের উপস্থিতি, স্থায়িত্ব, সর্বজনীনতা, পরিমাপযোগ্যতা, কেন্দ্রিকতা, দূরীকরণযোগ্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ।